বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ			পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র	...	...	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	...	...	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	...	...	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	...	...	২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	...	...	৩
৬.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	...	...	৪
৭.	অডিটের সুপারিশ	...	...	৫
৮.	দ্বিতীয় অধ্যায়			৭
৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১২	...	...	৯-২০
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	...	...	২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হল।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

তারিখ ঃ ০৪-০৪-১৪১৬ বঙ্গাব্দ
১৯-০৭-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ কতিপয় অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যেসকল আপত্তি বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সেসকল আপত্তিসমূহকে সংকলন করে এ নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়েছে।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের ওপর ১১ টি এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ওপর ০১ টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদসহ সর্বমোট ১২ টি খসড়া অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে।

আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যেসকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট অর্থ বছর/বছরসমূহের মোট আর্থিক ব্যয় ও লেনদেনের পরীক্ষামূলক ও নমুনামূলক স্থানীয় নিরীক্ষার ফলাফল মাত্র। অতএব, আলোচ্য নিরীক্ষা প্রতিবেদনের নিরীক্ষা মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র নমুনামূলক, এগুলো সংশ্লিষ্ট কার্যালয় / কার্যালয়সমূহের এবং প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুল-ত্রুটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের কতিপয় অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর এবং তৎপূর্ববর্তী কতিপয় অর্থ বছরের হিসাব বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী দৈবচয়ন (random) পদ্ধতিতে উত্তর নিরীক্ষার আওতায় নমুনামূলক ও শতকরা হার ভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিষ্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ২/৭/২০০৯

(মোঃ নূরুন নবী খান)
মহাপরিচালক
ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

১	২	৩
	বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড ঃ	
অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	৯,২২,৫০,৪১৩/-
২	টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৫,৯৯,২২০/-
৩	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫৬,৭৬,০৪৫/-
৪	টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বাইরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩৩,৯৫,৪৮০/-
৫	ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনীয় কুলির চেয়ে অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধের কারণে আর্থিক ক্ষতি।	৭,১৯,৪৩০/-
৬	বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারের বিল নগদে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৪০,৬১,১৯৯/-
৭	বিভিন্ন ইউএইচএফ (UHF) স্টেশনের রেকটিফায়ার, চ্যানেল মডিউল ও যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫,১৭,৩২৪/-
৮	বিধি বহির্ভূতভাবে প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ।	৩৫,৯১,৮১৬/-
৯	প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা পরিশোধ।	১৬,০০,৭৯৪/-
১০	"কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে" শ্রমিক নিয়োগ ও অনিয়মিতভাবে তাদের মজুরী পরিশোধ।	১,৩২,২৬০/-
১১	পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী থাকায় রাজস্ব ক্ষতি।	২,৪৪,৮২৮/-
	বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ঃ	
১২	বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়।	১,৩১,৯৮,৯৩৫/০৩
	সর্বমোট টাকা =	১২,৬৯,৮৭,৭৪৪/০৩

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০০৬-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নাম	ঃ	বাংলাদেশ ডাক বিভাগের আওতাধীন ৭৮টি এবং তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীন ৯৫টি অফিস।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই,২০০৭ হতে জুন,২০০৮ পর্যন্ত
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ	মহাপরিচালক, ডাক, তার ও দূরালাপনি অডিট অধিদপ্তর এর কর্মকর্তা এবং কর্মচারীবৃন্দ।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড

১ ॥ সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।

২ ॥ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম পরিপালন না করা।

৩ ॥ প্রকল্পের অর্থে ক্রীত মালামালের সঠিক হিসাব না রাখা।

৪ ॥ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ না করা।

৫ ॥ লোকবলের প্রয়োজনীয়তা যথার্থভাবে যাচাই না করা।

৬ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য অর্থ চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে নগদে পরিশোধ করা।

৭ ॥ প্রকল্পের জনবলকে বিধি বহির্ভূতভাবে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা।

অডিটের সুপারিশ

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এবং বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড

১ ॥ সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করা আবশ্যক।

২ ॥ বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট হতে যথাসময়ে টেলিফোন বিল আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

৩ ॥ অফিস সংস্থাপনের নিয়মিত লোকবল কাজে না লাগিয়ে বিভিন্ন প্রকার কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক / ঠিকাদার নিয়োগের প্রবণতা পরিহার করা আবশ্যক।

৪ ॥ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিলের দাবী বিধি মোতাবেক চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করা আবশ্যক।

৫ ॥ বাজেট বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ড

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৯,২২,৫০,৪১৩/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ১৯ টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ৯,২২,৫০,৪১৩/- (নয়কোটি বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত তের) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ক")**।

- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১০৪ এবং পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ২য় খন্ডের ৭৮৩(১) ধারা অনুযায়ী কোন মতেই বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।

- বিটিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত পত্র নং-বাজেট ঃ ৪-২৮/২০০৬-২০০৭ তারিখঃ ০৫-১১-২০০৬ এর মাধ্যমে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

- বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ বন্ধের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বরাদ্দ সীমার মধ্যে না রেখে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

- প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে পত্রালাপ চলছে। বরাদ্দ পাওয়া গেলে জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি বিধি / আদেশ অমান্য করে বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।
- অনিয়মটি অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **বিধি বহির্ভূতভাবে মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় নিয়মানুগ করার পাশাপাশি এর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা প্রয়োজন।**

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচরুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে বাইরের অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত করায় ১৫,৯৯,২২০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ১৪টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার ও অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুম, এমডিএফ রুম ও ট্রাংক রুম এর যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে সংশ্লিষ্ট অফিসের প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করায় ১৫,৯৯,২২০/- (পনের লক্ষ নিরানব্বই হাজার দুইশত বিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-খ)।
- ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ২৪-১০-১৯৯২ তারিখের স্মারক নং-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯৯-৭০৭ এর নির্দেশ অনুযায়ী বর্ণিত কাজে বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।
- টিএন্ডটি বিভাগের ডিজিটাল সুইচরুমে বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক এর প্রবেশাধিকার বাঞ্ছিত নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্যে বাইরের অভিজ্ঞ লোক নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের এ ধরণের সুক্ষ্ম কারিগরী কাজ বাইরের কোন লোক দ্বারা সম্পাদন করা সম্ভব নয়।
- বর্ণিত স্থানসমূহ নিরাপত্তামূলক হওয়ায় বহিরাগতদের প্রবেশ সংরক্ষিত হওয়া আবশ্যক।
- এ ধরনের নিয়োগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/অ-২১/৯১-৭০৭ তারিখ ঃ ২৪-১০-৯২ এর পরিপন্থী। বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ৫৬,৭৬,০৪৫/-টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ২৬টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও ডিপি ও টেলিফোন লাইনের কেবিনেট এবং ডিপিবক্স মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের কাজে বহিরাগত অনভিজ্ঞ শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ৫৬,৭৬,০৪৫/- (ছাপ্পান্ন লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার পঁয়তাল্লিশ) টাকা (**পরিশিষ্ট-"গ"**) ।
- সিডিউলে ও বিলে মেরামত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারা এবং ইএনজি-৩ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকৃত পক্ষে কতজন শ্রমিক আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের ত্রুটি খোঁজার কাজে ইকোমিটার/বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের মেরামত কাজে ভান্ডারের কোন মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় নিয়মিত জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে কোন অনুমতি নেয়ার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাইরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হল এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল ও ডিপি বক্স মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে অর্থ ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে বাইরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ৩৩,৯৫,৪৮০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ২৩ টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি, এসিই-২ বিল ভাউচার হতে দেখা যায় টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নিয়মবহির্ভূতভাবে বাইরের শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে ৩৩,৯৫,৪৮০/-(তেত্রিশ লক্ষ পঁচানব্বই হাজার চারশত আঁশি) টাকা ক্ষতি সাধন করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ঘ")**।
- বিলে ও সিডিউলে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ উল্লেখ নেই।
- মেরামত কাজে কোন ভান্ডারজাত মালামাল ব্যবহৃত হয়নি।
- যে সকল বহিরাগত শ্রমিক মেরামত কাজে নিয়োজিত দেখানো হয়েছে তাঁদের টিএন্ডটি বিভাগের সূক্ষ্ম কারিগরি কাজের কোন জ্ঞান নেই।
- এ সময়ে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য বিভাগীয় অফিস সরবরাহ করতে পারেনি।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারা এবং ইএনজি-৩ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকৃত অর্থে কতজন শ্রমিক আলোচ্য কাজে প্রয়োজন ছিল তা নির্ধারণ করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ওভারহেড ক্যাবল মেরামত দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের লোক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- টেলিফোন ওভারহেড লাইনের ত্রুটি নিরূপণ কাজে এবং এলাইনমেন্ট ডিজমেন্টাল করার সময় বিভাগীয় কর্মচারীদের সাহায্যকারী হিসাবে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি টিএন্ডটি বিভাগে প্রচলিত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি এর যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বিভাগীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিয়মিত জনবল দ্বারাই করা সম্ভব। এ ধরণের টেকনিক্যাল কাজে বাইরের লোক নিয়োগ করা সমীচীন নয়।
- ভান্ডারের মালামাল ব্যবহার ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হল সে বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টেলিফোন লাইনের ওভারহেড ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বাইরের শ্রমিক নিয়োগ দেখিয়ে তাদের মজুরী বাবদ পরিশোধিত অর্থের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনাম ঃ ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ ও তাঁদের মজুরী পরিশোধে ৭,১৯,৪৩০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ০৮ টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নামে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুলি নিয়োগ দেখিয়ে ৭,১৯,৪৩০/- (সাত লক্ষ উনিশ হাজার চারশত ত্রিশ) টাকা ক্ষতি সাধন করা হয় (**পরিশিষ্ট-"ঙ"**)।
- সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় দক্ষ লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাইরের অদক্ষ শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ দেখিয়ে সরকারী অর্থ অপচয় করা হয়েছে।
- সিডিউলে ও বিলে যে পরিমাণ মেরামত কাজ দেখানো হয়েছে এবং তার জন্যে ইএনজি-৩ মোতাবেক যে সংখ্যক কুলি প্রাপ্য তার চেয়ে অতিরিক্ত সংখ্যক কুলি নিয়োগ দেখিয়ে মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।
- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯১ ও ১৯২ ধারা এবং ইএনজি-৩ এর নির্দেশ অনুযায়ী কুলির সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের ত্রুটি নির্ণয় কাজে ইকোমিটার / বিকোমিটার মেশিন ব্যবহার করে ত্রুটিযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবলের মেরামত কাজে ভান্ডারের কোন মালামাল ব্যবহার করা হয়নি।
- বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জোড়ার ক্যাবল প্রতিস্থাপন দেখানো হলেও উদ্ধারকৃত পুরাতন ক্যাবল এসিই-৯ এর মাধ্যমে ভান্ডারে জমা রাখার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- সকল ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরী পরিশোধ দেখানো হলেও বিভাগীয় জনবল সে সময়ে কি কাজে নিয়োজিত ছিল তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজে রাস্তা কর্তন দেখানো হলেও সে সকল রাস্তা কর্তনের কোন অনুমতি স্থানীয় সরকার হতে নেয়া হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাহিরের শ্রমিক নিয়োগ করে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টিএন্ডটি বোর্ডের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বিভাগীয় নিয়মিত জনবল থাকা সত্ত্বেও বাইরের শ্রমিক দ্বারা বর্ণিত কাজ সম্পন্ন করা বিধি সম্মত হয়নি।
- ভান্ডারজাত মালামাল ব্যতীত কিভাবে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হলো এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- ইএনজি-৩ মোতাবেক শ্রমিকের চাহিদা নিরুপন করা হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অফিস সংস্থাপনে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল মেরামত কাজের নামে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ পরিশোধিত অর্থের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শিরোনাম ঃ **বিভাগীয় প্রকৌশলী অফিসে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারের বিল নগদে পরিশোধ করায় ৪০,৬১,১৯৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ১৬টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের নামে ৪০,৬১,১৯৯/- (চল্লিশ লক্ষ একষট্টি হাজার একশত নিরানব্বই) টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় (**পরিশিষ্ট-"চ"**)।

- নিরীক্ষাকালে লক্ষ্য করা যায় যে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সুইচ রুমে বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিরীক্ষিত অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।

- টিএন্ডটি বিভাগের এ ধরণের সূক্ষ্ম কারিগরী কাজের জন্য কোন বেসরকারী প্রশিক্ষণকেন্দ্র/প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। কাজেই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে টিএন্ডটির সূক্ষ্ম কাজে জ্ঞান সম্পন্ন কোন লোক থাকার কথা নয়।

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনী বোর্ডের ২৯-১০-২০০১ তারিখের নির্দেশ নং-নিশা-৫/৪-১/২০০০ উপেক্ষা করে ঠিকাদারকে চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।

- ট্রেজারী রুলস্ এবং সাবসিডিয়ারী রুলস্ এস, আর-২৩৯(১) এবং পিএন্ডটি আইএসি ১ম খন্ডের ধারা-১২ এর নোট-১ ও ১৩৬ অনুযায়ী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিল চেকের মাধ্যমে পরিশোধের নির্দেশ রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- লোকবলের স্বল্পতাহেতু টেলিফোন সার্ভিস সচল রাখার জন্য বাইরের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত করে মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও বহিরাগত অদক্ষ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ অর্থ পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি।
- চেকের পরিবর্তে নগদে অর্থ পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টেলিফোন এক্সচেঞ্জের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে পরিশোধিত অর্থের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিরোনাম ঃ **বিভিন্ন ইউএইচএফ (UHF) স্টেশনের রেকটিফায়ার, চ্যানেল মডিউল ও যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ করায় ৫,১৭,৩২৪/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ ৪টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন ইউ,এইচ,এফ ষ্টেশনের রেকটিফায়ার চ্যানেল মডিউল ও যন্ত্রপাতি মেরামত কাজে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বহিরাগত শ্রমিকের মজুরী বাবদ ৫,১৭,৩২৪/- (পাঁচ লক্ষ সতের হাজার তিনশত চব্বিশ) টাকা নগদে পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট-"ছ")।
- নিরীক্ষায় লক্ষ্য করা যায় যে, বিভিন্ন ইউ এইচ এফ স্টেশনের যন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিরীক্ষিত অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে।
- বহিরাগত অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা ইউ এইচ এফ ষ্টেশনের সুক্ষ্ম কাজ সম্পন্ন করা বিধি সম্মত হয়নি।
- ইউ এইচ এফ ষ্টেশনের চ্যানেল মডিউল ও বিভিন্ন প্রকার কার্ডসমূহ ভান্ডার দ্রব্য বিধায় ভান্ডার হতে সংগ্রহ করার নিয়ম থাকা সত্ত্বেও উহা প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার স্বার্থে পুলিশ, আনসার ও সেনাবাহিনীর টেলিফোনসমূহ সচল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবে বহিরাগত শ্রমিক দ্বারা কাজ করানো হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত অফিসে প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও বাহিরের অদক্ষ শ্রমিক দ্বারা বর্ণিত সূক্ষ্ম কারিগরী কাজ সম্পাদন করা বিধি সম্মত হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পাওয়ায় মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিভিন্ন ইউএইচএফ (UHF) ষ্টেশনের রেকটিফায়ার, চ্যানেল মলিউল ও যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজে বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগের নামে পরিশোধিত অর্থের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ অনিয়মের জন্য প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিরোনাম ঃ **প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ৩৫,৯১,৮১৬/- টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, শেরেবাংলানগর, ঢাকা এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, ফোন্স (বহিঃ), আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা বাবদ ৩৫,৯১,৮১৬/- পঁয়ত্রিশ লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত ষোল) টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-"জ"**)।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/অরি-১/এম-১৬/৯১-০১ (২৫০) তারিখ ঃ ১১-০১-৯২ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকল্পের জনবলের বেতন ভাতা ৩ মাস পর্যন্ত রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা যাবে।
- তবে পদ সৃষ্টির তারিখ হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ করতঃ রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে।
- এসব পদ অবশ্যই কর্মকমিশনের আওতাভুক্ত পদের বহির্ভূত পদ হতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে এ নিয়ম পরিপালন ব্যতীত প্রকল্পের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বেতন ভাতা রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কর্তৃপক্ষের আদেশে রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে।
- তবে পদগুলি রাজস্ব খাতে আনয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের আদেশ অমান্য করে বেতন ভাতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক অনিয়মিতভাবে প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।
- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শিরোনাম ঃ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও কর্মকর্তা / কর্মচারীদের অনিয়মিতভাবে বেতন ভাতা বাবদ ১৬,০০,৭৯৪/- টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ, উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব (দক্ষিণ), ঢাকা এর হিসাবাধীন জি,এম,ডি,টি আর, পূর্ব, খিলগাঁও, ঢাকা অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীদিগকে বেতন ভাতাদি বাবদ ১৬,০০,৭৯৪/- (ষোল লক্ষ সাতশত চৌরানব্বই) টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-ঝ")**।
- সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-সম/অরি-১/এম-১৬/৯১-০১ (২৫০) তারিখ ঃ ১১-০১-৯২ এর নির্দেশ মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকল্পের জনবলের বেতন ভাতা ৩ মাস পর্যন্ত রাজস্ব খাত হতে পরিশোধ করা যাবে।
- জি'ওবি'র টাকা প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে গ্রহণ এবং বিতরণ করা হয়েছে।
- এক্ষেত্রে সরকারি কোন আদেশ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্ব খাত হতে বেতন ভাতা পরিশোধ করা বিধি সম্মত হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ২৮-১১-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- পরবর্তীতে সচিব বরাবরে ০৯-০৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হলেও কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনিয়মিত পরিশোধ নিয়মানুগ করা অথবা তা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম ঃ "কাজ নাই মজুরী নাই" ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,৩২,২৬০/- টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম, পাবনা এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী, কেরিয়ার ও বেতার, বগুড়া অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে অস্থায়ী অগ্রিম নথি, এসিই-২ বিল ভাউচার ও ক্যাশ বহি, সিডিউল নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, নিয়মিত জনবল থাকা সত্ত্বেও "কাজ নাই মজুরী নাই" ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী বাবদ ১,৩২,২৬০/- (এক লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত ষাট) টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ঞ")**।

- পিটিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের আদেশ নম্বর-পিটি/শাখা-৪/ঢাকা/স-২১/৯১-৭০৭ তারিখ ঃ ২৪-১০-৯২ এর মাধ্যমে দৈনিক ভিত্তিক বহিরাগত শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধ বন্ধ করার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়েছে।

- পিএন্ডটি আই,এ,সি ২য় খন্ডের ২২৬ ধারা মোতাবেক কেবল মাত্র টেলিগ্রাফ ওয়ার্কশপের বিভিন্ন কাজের জন্য মাষ্টাররোল শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে।

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/উঃ-১/বিবিধ-৬/২০০৩/১৪৮৯ তারিখ ঃ ১৪-৩-২০০৩ মোতাবেক "কাজ নাই মজুরী নাই" ভিত্তিতে মাষ্টাররোল/ ক্যাজুয়াল/চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের মজুরী পরিশোধের ক্ষেত্রে সরবরাহ ও সেবা খাতের (৪৮৫১ কোডের) বরাদ্দ হতে মজুরী পরিশোধ করা যাবে। কিন্তু উক্ত আদেশ পরিপালন না করে "সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ" খাতের (৪৯০০ কোডের) বরাদ্দ হতে তাদের মজুরী পরিশোধ করা হয়েছে।

- উল্লেখ্য, একই বিভাগে একই প্রকার কাজে যথাক্রমে-সুইচরুম, এম,ডি,এফ রুম, ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল, লাইন ও তার ইত্যাদি কাজে নিয়মিত সরকারি জনবল ছাড়াও মাষ্টাররোল ৮ জন শ্রমিক কর্মরত আছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ১০ম খন্ডের ১৯৩ প্যারা মোতাবেক শ্রমিক / কুলি নিয়োগ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রয়োজনীয় লোকবল থাকা সত্ত্বেও "কাজ নাই মজুরী নাই" ভিত্তিতে মাষ্টাররোল শ্রমিকের মজুরী "সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ" (৪৯০০ কোডের) হতে পরিশোধ করা বিধিসম্মত হয়নি।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১৩-০১-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ০১-০৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রয়োজনীয় জনবল থাকা সত্ত্বেও কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরী পরিশোধ নিয়মানুগ করা অথবা দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনাম ঃ পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অনাদায়ী থাকায় ২,৪৪,৮২৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ তার ও দূরালাপনি বোর্ডের অধীনস্থ উর্দ্ধতন হিসাব রক্ষণ অফিসার, টেলিফোন রাজস্ব, খুলনা অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া বাবদ রাজস্বের ২,৪৪,৮২৮/- (দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত আটাশ) টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(পরিশিষ্ট-"ট")**।
- টেলিফোন রাজস্ব এ্যাকাউন্টস্ ম্যানুয়েল এর প্যারা-১০৭ অনুযায়ী টেলিফোন বিল বকেয়া হলে টেলিফোন সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন ও পরবর্তীতে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করার নির্দেশ রয়েছে।
- কিন্তু সে নিয়ম মোতাবেক পিএবিএক্স লাইন বিচ্ছিন্ন না করার কারণে গ্রাহকগণ অধিক সময় টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পায় এবং বকেয়া বিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
- অফিস কর্তৃক বকেয়া রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, এমন কোন প্রমাণ নেই।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বার্ষিক ভাড়া বাবদ অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে।
- আদায়ের অগ্রগতি পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি ও বিভাগীয় বিধি অনুযায়ী যথাসময়ে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ করলে পিএবিএক্স বার্ষিক ভাড়া বাবদ উক্ত পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকত না।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে ১১-০৬-২০০৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়।
- যথাসময়ে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা-সরকারি পত্র ১৯-০৯-২০০৮ তারিখে প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব / মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিএবিএক্স এর বার্ষিক ভাড়া অবিলম্বে আদায় এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের বিস্তারিত বিবরণ
বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন খাতে বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ১,৩১,৯৮,৯৩৫/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীনস্থ ০৬ টি অফিসের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা বিভিন্ন খাতে ১,৩১,৯৮,৯৩৫/০৩ (এক কোটি একত্রিশ লক্ষ আটনব্বই হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা তিন পয়সা) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-"ঠ" সংযুক্ত**)।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস্ এর বিধি-১০৪ এবং পিএন্ডটি ম্যানুয়াল ২য় খন্ডের ৭৮৩(১) ধারা অনুযায়ী কোন মতেই বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না।
- বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ বন্ধের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যয় বরাদ্দ সীমার মধ্যে না রেখে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করেছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অতিরিক্ত ব্যয়ের স্বপক্ষে সম্পূরক বরাদ্দ চাহিয়া সার্কেল অফিসে পত্র লেখা হয়েছে। সম্পূরক বরাদ্দ পাওয়া গেলে অডিট অফিসকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি বিধি / আদেশ অমান্য করে বিধি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
- বিষয়টিকে অগ্রিম অনুচ্ছেদে উন্নীত করে সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করা হয়।
- মন্ত্রণালয় হতে জবাব না পেয়ে মন্ত্রণালয়কে তাগিদপত্র এবং পরবর্তীতে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব/মীমাংসামূলক মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ নিয়মানুগ করা এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ নূরুন নবী খান)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬০৯৯।